মক্কা মুকাররমার শান ও মহত্ত্ব

01-August-2019

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

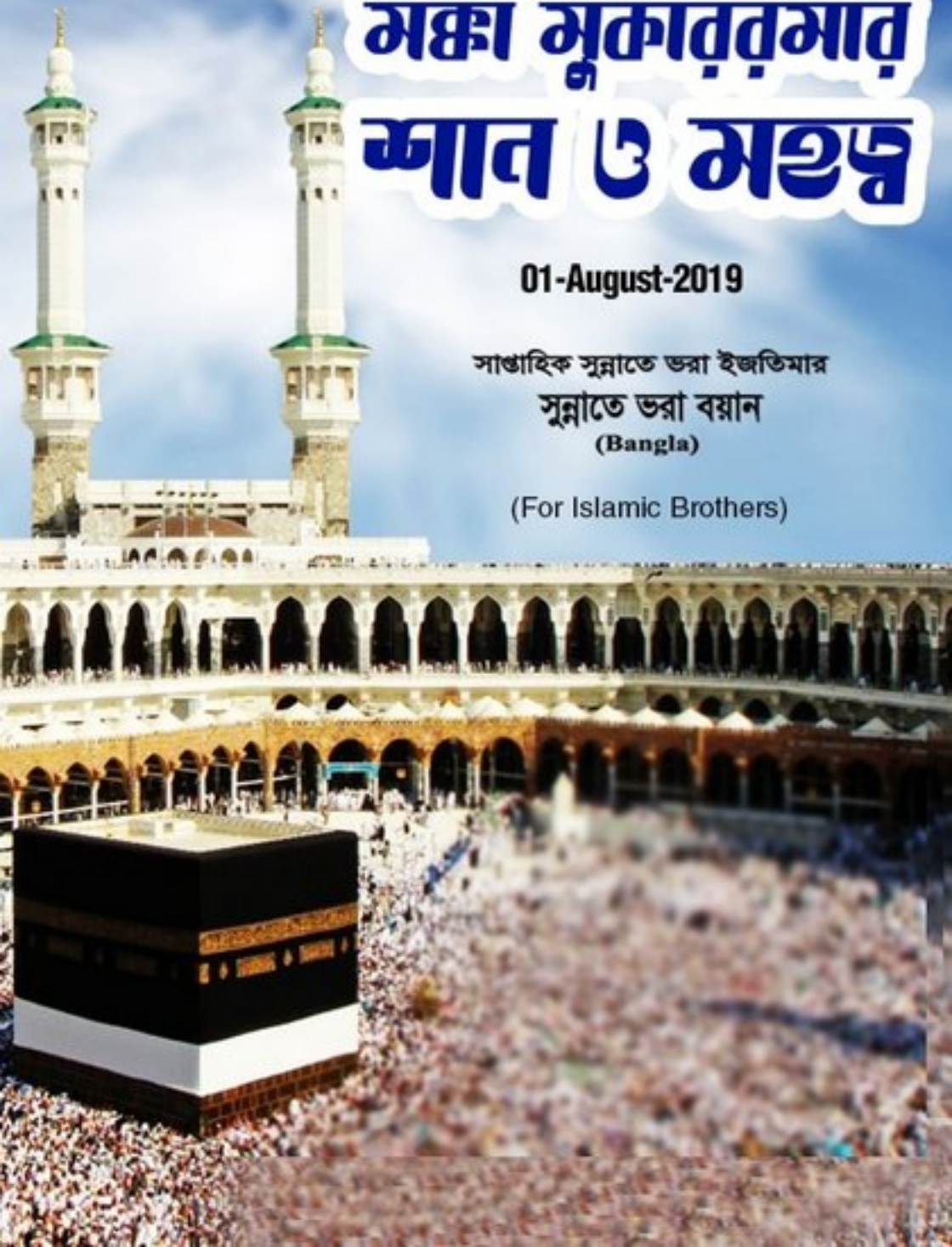

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টি জন্যই হয়। **ফতোয়ায়ে শামী**তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ তায়ালা**র যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَتْ شَفَاعَةٌ لَّهٗ عِنْدِىْ يَوْمَ الْقِيَامَة অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার প্রতি শুক্রবার (জুমার দিন) দরূদ শরীফ পাঠ করবে, আমি কিয়ামতের দিন তার শাফায়াত করবো।

(জামউল জাওয়ামে, ৭/১৯৯, হাদীস নং-২২৩৫২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। **(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং ৫৯৪২)**

দু'টি মাদানী ফুলঃ

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✯ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✯ تُوْبُوْا اِلَى الله!, اُذْكُرُ الله!, صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✯ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মক্কায়ে পাক ঐ মহান এবং পবিত্রতম শহর যার ফযীলত কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আসুন! আজকের এই সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আমরাও এই পবিত্র শহরের ফযীলত ও বিশেষত্ব সম্পর্কে শ্রবণ করি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

৪র্থ পারা সুরা আলে ইমরানের ৯৬ নং আয়াতে **আল্লাহ তায়ালার** ইরশাদ করেন:

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّ هُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿۹۶﴾

(পারা ৪, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৯৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ নিশ্চয় সর্বপ্রথম ঘর, যা মানবজাতি ইবাদতের জন্য নির্ধারিত হয়েছে, সেটাই যা মক্কায় অবস্থিত, বসকতময় এবং সমগ্র জাহানের পথ প্রদর্শক।

বর্ণনাকৃত পবিত্র আয়াতের আলোকে তাফসীরে সীরাতুল জিনানে লিখেন: সারা দুনিয়ায় ইবাদতের জন্য সর্বপ্রথম যে ঘর নির্মিত হয়েছে, তা হলো কাবা ঘর। হাদীস শরীফে রয়েছে: পবিত্র কাবা বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে চল্লিশ বছর পূর্বে নির্মান করা হয়েছে। (বুখারী, কিতাবু আহাদীসিল আম্বিয়া, ১১তম অধ্যায়, ২/৪২৭, হাদীস নং-৩৩৬৬) এবং

ফিরিশতাদের কিবলা হচ্ছে বাইতুল মামুর, যা আসমানে বিদ্যমান এবং একেবারেই কাবা ঘরের উপরে। (কানযুল উম্মাল, কিতাবুল ফাযায়িলিল ইমকানাত, ৭/৪৯, ১৪তম অংশ, হাদীস নং-৩৮০৮১)

পবিত্র কাবার বিশেষত্ব

এই আয়াত এবং এর পরের আয়াতে পবিত্র কাবার অনেক বিশেষত্ব বর্ণনা করা হয়েছে।

(১)... সর্বপ্রথম ইবাদতের স্থান, হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর দিকেই নামায পড়েন।

(২)... সকল মানুষের ইবাদতের জন্য বানানো হয়েছে আর বায়তুল মুকাদ্দাস বিশেষ সময়ে বিশেষ মানুষের কিবলা ছিলো।

(৩)... পবিত্র মক্কাতেই বিদ্যমান, যেখানে একটি নেকীর সাওয়াব একলক্ষ নেকীর সমান।

(৪)... এর হজ্ব ফরয করা হয়েছে।

(৫)... হজ্ব সর্বদার জন্য শুধুমাত্র এরই (কা'বাকে কেন্দ্র করেই ছিলো), বায়তুল মুকাদ্দাস যদিও কিবলা ছিলো, কিন্তু কখনো এর হজ্ব ছিলো না।

(৬)... একে নিরাপত্তার স্থান ঘোষণা করা হয়েছে।

(৭)... এতে অনেক নিদর্শনাবলী রাখা আছে, যার মধ্যে একটি হলো মাকামে ইব্রাহিম। (তাফসীরে সীরাতুল জিনান, ২/১৪,১৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বায়তুল্লাহ শরীফের হজ্ব করা ঐ মহান এবং উত্তম ইবাদত যে, আশিকানে রাসূল এই মহান ইবাদতের জন্য কেঁদে কেঁদে দোয়া করে থাকে, অন্যকে দিয়ে দোয়া করায়, এই উদ্দেশ্যে সফল হওয়ার জন্য কমিটি গঠন করে থাকে, নিজের হালাল উপার্জন থেকে কিছু না কিছু পৃথক করে জমা করে থাকে, অতঃপর নির্দিষ্ট পরিমাণ জমা হয়ে যাওয়ার পর ফরয হজ্ব আদায়ের জন্য এই আশায় আবেদন জমা করে যে, اِنْ شَآءَ الله এবার তাঁর নাম লটারীতে উঠবে এবং সেও হজ্বের সৌভাগ্য অর্জন করে সেখানকার মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখে দেখে নিজের নয়নকে শীতল করবে, পবিত্র স্থান সমূহে গিয়ে নিজের গুনাহের ক্ষমা চাইবে, নিজের মনস্কামনা শুনাবে এবং দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ কামনা করবে। অতঃপর যার

নাম লাটারীতে বের হয়ে আসে তবে তার তো খুশির অন্ত থাকে না, কেননা কিছুদিন পরেই সে স্বপ্নে নয় বরং বাস্তবেই সেই প্রিয় শহর অর্থাৎ মক্কা মুকাররমার সীমানায় প্রবেশ করবে, যার শান ও মহত্ব কোরআনে করীমে বর্ণিত হয়েছে। যেমনটি

৩০তম পারা সূরা বালাদ এর ১ ও ২নং আয়াতে **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

لَاۤ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۙ﴿۱﴾
وَ اَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۙ﴿۲﴾
(পারা ৩০, সূরা বালাদ, আয়াত ১,২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আমায় এ শহরের শপথ, যেহেতু **হে মাহবুব**! আপনি এ শহরে তাশরীফ রাখছেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মুফাসসীরিনে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এই বিষয়ে ঐক্যমত যে, এই আয়াতে মুবারাকায় **আল্লাহ তায়ালা** যে শহরের শপথ উল্লেখ করেছেন, তা হলো মক্কা মুকাররমা। এই আয়াতে মুবারকার প্রতি ইঙ্গিত করে আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে এভাবে আরয করেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি উৎসর্গিত! আপনার ফযীলত **আল্লাহ তায়ালা**র নিকট এতই উন্নত যে, আপনার মুবারক জীবদ্দশাতেই **আল্লাহ তায়ালা** শপথ করেছেন, অন্য কোন আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ السَّلَام নয় এবং আপনার শান ও মর্যাদা **তাঁর** নিকট এতই উচ্চ যে, **তিনি** لَاۤ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۙ এর মাধ্যমে আপনার মুবারক কদমের মাটির শপথ উল্লেখ করেছেন।

(শরহে যুরকানী আলাল মাওয়াহিব, ৮/৪৯৩। ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ৫/৫৫৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেমনিভাবে কোরআনে করীমে মক্কা শরীফের শান ও মহত্বের স্বাক্ষ্য দিচ্ছে, তেমনিভাবে বিভিন্ন হাদীসে মুবারাকায়ও মক্কায়ে পাকের মহত্বপূর্ণ ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। আসুন! **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শ্রবন করি যাতে আমাদের মন ও মননেও এই পবিত্র শহরের শান ও মহত্ব আরো স্পষ্ট হয়ে যায়। যেমনটি

(১) ইরশাদ হচ্ছে: لَا يَدْخُلُ الدَّجَّالُ مَكَّةَ وَلَا الْمَدِيْنَةَ অর্থাৎ মক্কা ও মদীনায় দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবে না। (মুসনাদে ইমাম আহমদ, ১০/৮৫, হাদীস নং-২৬১০৬)

(২) ইরশাদ হচ্ছে: যে ব্যক্তির হজ্ব বা ওমরার নিয়্যত ছিলো এবং এই অবস্থায় হারামাইন অর্থাৎ মক্কা বা মদীনায় মৃত্যু হয়ে গেলো তবে **আল্লাহ তায়ালা** তাকে কিয়ামতের দিন এমনভাবে উঠাবেন যে, তার না হিসাব হবে, না আযাব হবে, অপর এক বর্ণনায় এসেছে: بُعِثَ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ অর্থাৎ তাকে কিয়ামতের দিন নিরাপত্তা লাভকারীদের সহিত উঠানো হবে।

(মুসান্নিফ আব্দুর রাজ্জাক, ৯/১৭৪, হাদীস নং-১৭৪৭৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মক্কায়ে মুকাররমার বরকতময় স্থান সমূহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! **মাহবুবের শহর** অর্থাৎ মক্কায়ে মুকাররমায় ফযীলত ও বরকতময় অনেক স্থান রয়েছে, কিন্তু এসবের মধ্যে মক্কা শরীফের সবচেয়ে বেশি ফযীলত অর্জিত। আসুন! বরকত অর্জনের উদ্দেশে কাবা শরীফের শান ও মহত্ব অবলোকন করি।

কাবাকে সোনার শিখল দ্বারা বেঁধে হাশরের ময়দানে আনা হবে

হযরত সায়্যিদুনা ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: তাওরাত শরীফে রয়েছে: **আল্লাহ তায়ালা** কিয়ামতের দিন স্বীয় ৭ লক্ষ নৈকট্যশীল ফিরিশতাদের পাঠাবেন, যাদের প্রত্যেকের হাতে সোনার একটি করে শিখল থাকবে, **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করবেন: যাও! এবং কাবাকে এই শিখলগুলো দিয়ে বেঁধে হাশরের মাঠে নিয়ে এসো। ফিরিশতারা যাবে, তা শিখল দিয়ে বেঁধে টানবে এবং একজন ফিরিশতা বলবে: হে **কাবাতুল্লাহ**! চলো। তখন পবিত্র কাবা বলবে: আমি যাবো না, যতক্ষণ না আমার চাহিদা পূরণ হবে না। আসমান থেকে একজন ফিরিশতা বলবে: তবে চাও! তখন কাবা শরীফ **আল্লাহ তায়ালা**র নিকট আরয করবে: হে **আল্লাহ পাক**! তুমি আমার আশেপাশে দাফন হওয়া মুমিনদের হকে আমার শাফায়াত কুবল করো। তখন কাবা শরীফ একটি আওয়াজ শুনবে: আমি তোমার আবেদন কবুল করলাম।

হযরত সায়্যিদুনা ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: অতঃপর মক্কায়ে পাকের দাফন হওয়াদের উঠানো হবে, যাদের চেহারা সাদা হবে। তারা সবাই ইহরাম অবস্থায় কাবা শরীফের চারপাশে জমা হয়ে তালবিয়া (অর্থাৎ لَبَّيْكَ) বলতে থাকবে। অতঃপর ফিরিশতারা বলবে: হে কাবা! এবার চলো। তখন সে বলবে: আমি যাবো না, যতক্ষণ না আমার আবেদন কবুল করা হবে না। আসমান থেকে একজন ফিরিশতা বলবে: তুমি চাও, তোমায় প্রদান করা হবে। তখন কাবা শরীফ বলবে: হে **আল্লাহ পাক**! তোমার গুনাহগার বান্দারা যারা একত্র হয়ে দুর দূরান্ত থেকে আমার নিকট আসেছে, তারা তাদের পরিবার এবং বন্ধুদের ছেড়ে দিয়েছে, তারা যিয়ারতের আগ্রহ এবং আনুগত্যে বের হয়ে তোমার আদেশ অনুযায়ী হজ্বের রুকন সমূহ আদায় করেছে, তাই আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি যে, তাদের হকেও আমার শাফায়াত কবুল করে নাও, তাদের কিয়ামতের আতঙ্ক থেকে মুক্তি দাও এবং তাদেরকে আমার আশেপাশে জমা করে দাও। তখন এক ফিরিশতা বললে: হে কাবা! তাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে, যারা তোমার তাওয়াফ করার পর গুনাহ করেছে এবং তাতেই লিপ্ত থেকে নিজের উপর দোযখকে ওয়াজিব করে নিয়েছে। তখন কাবা আরয করবে: হে **আল্লাহ পাক**! সেই গুনাহগারদের হকেও আমার শাফায়াত কবুল করে নাও, যাদের উপর দোযখ ওয়াজিব হয়ে গেছে। তখন **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করবেন: আমি তাদের হকে তোমার শাফায়াত কবুল করে নিয়েছি। তখন সেই ফিরিশতা বলবে: যারা কাবার যিয়ারত করেছে তারা অন্যদের থেকে পৃথক হয়ে যাও। **আল্লাহ পাক** তাদের সবাইকে কাবার আশেপাশে একত্র করে দিবেন। তাদের চেহারা ফর্সা হবে এবং তারা জাহান্নাম থেকে ভীতিহীন হয়ে তাওয়াফ করে তলবিয়া (অর্থাৎ لَبَّيْكَ) পাঠ করবে। অতঃপর ফিরিশতা বলবে: হে **কাবাতুল্লাহ**! চলো। তখন কাবা শরীফ (এভাবে) তলবিয়া (অর্থাৎ لَبَّيْكَ) পাঠ করবে: لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ.وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ.لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ.اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ۔ অতঃপর ফিরিশতা তাকে টেনে হাশরের ময়দানে নিয়ে যাবে। (আর রওযুল ফায়েক, ৬৬ পৃষ্ঠা)

সুলাইমান বাহিনী এবং কাবা

হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام এর আসন বাতাসে উড়ে যাচ্ছিলো, যখন কাবা শরীফের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলো তখন কাবা কান্না করলো এবং **আল্লাহ পাকে**র দরবারে আরয করলো: তোমার আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام থেকে একজন নবী এবং তোমার বাহিনীদের মধ্যে একটি বাহিনী আমার উপর দিয়ে অতিক্রম করলো, নামলোও না, নামাযও পড়লো না। তখন **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন: কেঁদো না! আমি তোমার হজ্ব আমার বান্দদের উপর ফরয করবো, যারা তোমার দিকে এমনভাবে আসবে যেমন পাখিরা তাদের নীড়ের দিকে এবং এমনভাবে কাঁদতে কাঁদতে দৌঁড়াবে, যেভাবে উটনি তার বাছুরের প্রতি অতি আগ্রহে। তোমার শহরে **রাসূলে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সৃষ্টি করবো, **যিনি আমার** নিকট সকল নবীদের (عَلَيْهِمُ السَّلَام) চেয়ে অধিক প্রিয়। **(তাফসীরে বাগভী, ৩/৩৫১)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন যে, **আল্লাহ পাক** মক্কা শরীফকে কিরূপ মহান বিশেষত্ব ও বরকত দ্বারা ধন্য করেছেন, সুতরাং আমাদের উচিৎ যে, আমরা যেনো দুনিয়াবী বিভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত হয়ে থাকার পরিবর্তে মক্কা মদীনার উপস্থিতির জন্য চেষ্টায় রত থাকি, এর জন্য **আল্লাহ পাকে**র দরবারে কেঁদে কেঁদে দোয়া করুন, পিতামাতা এবং **আল্লাহ পাকে**র মকবুল বান্দাদের দরবারে উপস্থিত হয়ে তাদেরকে দিয়ে দোয়া করান, এই আশায় যে, কখনো তো দয়ার দরজা খুলবে, কখনো তো আমাদেরও ডাক এসে যাবে এবং কখনো তো আমাদের নামও সৌভাগ্যবানদের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মক্কা শহরের শুধু এই একটি মর্যাদা অর্জিত হলেও তাও তাঁর শান ও মহত্বের জন্য যথেষ্ট ছিলো যে, এই মুবারক ভূমিতে **বায়তুল্লাহ শরীফ** তার বরকত লুটিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কোরবান হয়ে যান! এছাড়াও এই মুবারক শহরের ফযীলত ও বিশেষত্ব রয়েছে এবং তা এতবেশি যে, মন চায় শুধু বর্ণনা করি

এবং শুনতে থাকি, কেননা এই পবিত্র শহরের বিভিন্ন স্থান **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং তার প্রিয় সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان সাথে সম্পর্কযুক্ত পবিত্র স্মৃতিময় মসজিদ, কুপ, গুহা, ভবন এবং পবিত্র মাযার সমূহ ইত্যাদি বিদ্যমান। আসুন! বরকত অর্জনের জন্য মক্কা শরীফের করেকটি বিশেষত্ব সম্পর্কে শ্রবণ করি এবং নিজের অন্তরে এই পবিত্র শহরের মহত্ব আরো বৃদ্ধি করি।

মক্কা মুকাররমার কয়েকটি বিশেষত্ব

(১) **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মক্কা শরীফে জন্মগ্রহন করেন।

দোয়া কবুলের স্থান

হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা কুতুবুদ্দীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যেই মুবারক স্থানে **রাসূলে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সৌভাগ্যময় জন্ম হয়েছে, সেই স্থানে দোয়া কবুল হয়ে থাকে। **(বালাদুল আমিন, ২০১ পৃষ্ঠা)**

খলিফা হারুনুর রশীদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সম্মানিতা আম্মাজান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا এখানে মসজিদ নির্মাণ করিয়েছিলেন। বর্তমানে সেই মহত্বপূর্ণ স্থানে লাইব্রেরী করা হয়েছে এবং সেখানে সাইন বোর্ড লাগানো আছে: **"মাকাতাবাতু মাক্কাতাল মুকাররামা"**।

(আশিকানে রাসূলের ১৩০টি ঘটনা, ১৮৩ পৃষ্ঠা)

(২) **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দ্বীনের ইসলামের তাবলীগ এখান থেকেই শুরু করেছেন।

(৩) এখানে কাবা শরীফ রয়েছে, এর তাওয়াফ করা হয় এবং নামাযে সারা দুনিয়ায় এই দিকেই মুখ করা হয়। আসুন! কাবার তাওয়াফের ফযীলত সম্বলিত **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তিনটি বাণী শ্রবণ করি:

কাবার তাওয়াফের ফযীলত

১. যে ব্যক্তি গুণে গুণে তাওয়াফের ৭ চক্কর করলো এবং দুই রাকাত নামায আদায় করলো তবে তা একজন গোলাম আযাদ করার সমান আর তাওয়াফ করার সময় মানুষের প্রতিটি কদমের বদলে দশটি (১০) নেকী লিখা হয় এবং দশটি (১০) গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হয় আর দশটি (১০) মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়।

(মুসনাদে ইমাম আহমদ, ২/২০২, হাদীস নং-৪৪৬২)

২. যে ব্যক্তি **বায়তুল্লাহ**র তাওয়াফের ৭ চক্কর সম্পন্ন করলো এবং এতে কোন অহেতুক কথা বললো না তবে তা একজন গোলাম মুক্ত করার সমান।

(মু'জামু কবীর, ২০/৩৬০, হাদীস নং-৮৪৫)

৩. যে ব্যক্তি পঞ্চাশবার (৫০) **বায়তুল্লাহ** শরীফের তাওয়াফ করলো তবে সে গুনাহ থেকে এমনভাবে পবিত্র হয়ে গেলো, যেমনটি সেই দিন ছিলো, যেদিন নিজের মায়ের পেট থেকে জন্ম গ্রহন করেছিলো। **(তিরমিযী, আবওয়াবুল হজ্ব, ১৭৩৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৮৬৬)**

(৪) মসজিদুল হারাম শরীফ মক্কা শরীফে বিদ্যমান, যাতে এক নামাযের সাওয়াব এক লক্ষ নামাযের সমান। যেমনটি;

মসজিদে হারামে নামায পড়ার সাওয়াব

হযরত সায়্যিদুনা জাবির رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত: **মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমার এই মসজিদে নামায পড়া মসজিদে হারাম ছাড়া অন্য মসজিদ সমূহে এক হাজার নামায পড়ার চেয়ে উত্তম এবং মসজিদে হারামে এক নামায পড়া অন্যান্য মসজিদে এক লক্ষ নামায পড়ার চেয়ে উত্তম।

(মুসনাদে আহমদ, মুসনাদে জাবির বিন আব্দুল্লাহ, ৫/১০৮, নম্বর-১৪৭০০)

(৫) আবে যমযমের কুপও এখানে অবস্থিত।

আবে যমযমের বরকত

আবে যমযমের বরকত বর্ণনা করে **নবীয়ে করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আবে যমযম সকল ঐ উদ্দেশ্যের জন্য, যে উদ্দেশ্যে তা পান করা হয়, যদি তুমি তা আরোগ্যের জন্য পান করো তবে **আল্লাহ তায়ালা** তোমায় আরোগ্য দান করবেন, যদি তুমি তা আশ্রয় অর্জনের জন্য পান করো তবে **আল্লাহ পাক** তোমায় আশ্রয় দান করবেন, যদি তুমি তা পিপাসা নিবারনের জন্য পান করো তবে **আল্লাহ পাক** তোমার পিপাসা নিবারন করে দিবেন। (এই হাদীসে পাকের বর্ণনাকারী বলেন যে,) হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا যখন আবে যমযম পান করতেন তখন এই দোয়া করতেন: اَللّٰهُمَّ اَسْاَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَّرِزْقًا وَّاسِعًا وَّشِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَاءٍ অর্থাৎ হে **আল্লাহ পাক**! আমি তোমার নিকট উপকারী জ্ঞান, প্রশস্ত রিযিক এবং সকল রোগের আরোগ্যের প্রার্থনা করছি। **(মুসতাদরিক, কিতাবুল মানাসিক, ২/১৩২, নম্বর-১৭৮২)**

(৬) হাজরে আসওয়াদ এবং মাকামে ইব্রাহিমও এই পবিত্র শহরে।

হাজরে আসওয়াদ এবং মাকামে ইব্রাহিম

হাজরে আসওয়াদ হলো জান্নাতী পাথর, হাজরে আসওয়াদ এবং মাকামে ইব্রাহিম দু'টি **"জান্নাতী ইয়াকুত"**। প্রথমদিকে এটি অনেক নূরানী ছিলো। **আল্লাহ পাক** এর নূর গোপন করে দিয়েছেন, যদি এরূপ না করা হতো তবে তা পূর্ব ও পশ্চিমকে আলোকিত করে দিতো। (তাফসীরে নাঈমী, ১/৬৩০) যখন হাজরে আসওয়াদ কাবার দেয়ালে স্থাপন করা হলো তখন এর আলো চারিদিকে অনেক দূর পর্যন্ত যেতো, যতটুকু এর আলো পৌঁছতো ততটুকুই হেরেমের সীমা নির্ধারন করা হয়েছে, যাতে শিকার করা নিষেধ এবং হাজরে আসওয়াদের রং একেবারে সাদা ছিলো, গুনাহগারদের হাত থেকে কালো রং ধারন করেছে। (তাফসীরে নাঈমী, ৬৮০,৬৮১ পৃষ্ঠা)

নবীয়ে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তা চুম্বন করেন। আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: হে হাজরে আসওয়াদ! আমি জানি তুমি পাথর, উপকার ও অপকারের মালিক নয়। যদি আমি **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে তোমায় চুম্বন করতে না দেখতাম তবে তোমায় কখনো চুম্বন করতান না।

(বালাদুল আমীন, ৬১ পৃষ্ঠা)

রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন এই পাথরকে উঠানো হবে, তার দু'টি চোখ থাকবে, যা দিয়ে দেখবে, মুখ থাকবে যা দিয়ে বলবে এবং নিজেকে চুম্বনকারীদের পক্ষে সাক্ষ্য দিবে।

(তিরমিযী, ৬/২৮৬, হাদীস নং-৯৬৩)

তা স্পর্শ করা গুনাহকে মিঠিয়ে দেয়, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের নবী হওয়ার ঘোষনাও দেননি, তখনও এই মুবারক পাথর **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সালাম করতো, এই পাথর শরীফকে আরো একবার তার আসল রূপ প্রদান করা হবে, কিয়ামতের দিন এর দৈর্ঘ্য এবং প্রশস্ত আবু কুবাইস পাহাড়ের সমান হবে।

(বালাদুল আমিন, ৬২ পৃষ্ঠা। আল জামেউ লি লতীফ লি ইবনে যাহিরা, ৩৭-৩৮ পৃষ্ঠা)

(৭) সাফা মারওয়াও এই শহরে অবস্থিত। এই দু'টি পাহাড় **আল্লাহ তায়ালার** নিদর্শন সমূহের অন্তর্ভূক্ত। যেমনটি ২য় পারা সূরা বাকারার ১৫৮ নং আয়াতে **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

اِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآىِٕرِ اللّٰهِۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهِ اَنْ یَّطَّوَّفَ بِهِمَاؕ وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَیْرًا ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِیْمٌ ﴿۱۵۸﴾

(পারা ২, সূরা বাকারা, আয়াত ১৫৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ নিশ্চয় 'সাফা' ও 'মারওয়া' **আল্লাহ**র নিদর্শনগুলোর অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং যে কেউ এ ঘরের হজ্জ কিংবা ওমরাহ সম্পন্ন করে; তার উপর কোন গুনাহ নেই- এ দু'টি প্রদক্ষিণ করায়; এবং যে কেউ কোন সৎকর্ম স্বতঃস্ফূর্তভাবে করবে, তবে **আল্লাহ** সৎ কর্মের পুরষ্কারদাতা, সর্বজ্ঞ।

মীকাতের বর্ণনা

(৮) মীকাতের বাইরে থেকে আগতরা ইহরাম ছাড়া মক্কায় প্রবেশ করতে পারবে না।

মীকাতের সংজ্ঞা

মীকাত ঐ স্থানকে বলা হয়, যা মক্কায়ে পাকে আগত বিশ্ববাসীদের ইহরাম ব্যতীত সেখান থেকে সামনে অগ্রসর হওয়া জায়িয নয়, হোক সে ব্যবসা বা যেকোন উদ্দেশ্যেই আসুক না কেন। এমনকি মক্কায়ে পাকের অধিবাসীরাও যদি মীকাতের সীমার বাইরে (যেমন; তায়েফ বা মদীনায়ে পাক) যায় তবে তাদেরও এখন ইহরাম ব্যতীত মক্কায়ে পাকে আসা নাজায়িয। **(রফিকুল হারামাঈন, ৫০ পৃষ্ঠ)**

(৯) সারা পৃথিবী থেকে মুসলমানরা হজ্বের সৌভাগ্য অর্জনের জন্য এই মক্কায়ে পাকেই উপস্থিত হয়।

(১০) যে এই পবিত্র শহরে প্রবেশ করে নিবে, নিরাপত্তা পেয়ে যাবে। যেমনটি **১ম** পারা সূরা বাকারাও **১২৬**নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا

(পারা ১, সূরা বাকারা, আয়াত ১২৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ এবং যখন ইব্রাহীম আরয করলেন: 'হে **আমার প্রতিপালক**! এ শহরকে নিরাপদ করে দাও!

(১১) মক্কায়ে মুকাররমার একটি বিশেষত্ব এটাও যে, দিনের কিছু সময় এখানকার গরমে ধৈর্যধারণ কারীকে জাহান্নামের আগুন থেকে দূর করে দেয়া হয়।

মক্কার গরমে ধৈর্যধারনের ফযীলত

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ صَبَرَ عَلٰى حَرِّ مَكَّةَ سَاعَةً مِّنْ نَهَارٍ تَبَاعَدَتْ مِنْهُ النَّارُ অর্থাৎ যে ব্যক্তি দিনে কিছু সময় মক্কার গরমে ধৈর্যধারন করে, দোযখের আগুন তার থেকে দূর হয়ে যায়। **(আখবারে মক্কা, ২/৩১১, হাদীস নং-১৫৬৫)**

হেরা গুহা

(১২) হেরা গুহা এখানেই অবস্থিত, যেখানে **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি সর্বপ্রথম ওহী অবতীর্ণ হয়েছে, **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের রাসূল হওয়ার ঘোষনা করার পূর্বে এই হেরা গুহায় যিকির ও চিন্তা-ভাবনায় লিপ্ত থাকতেন। এটি কিবলার দিকে অবস্থিত। **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর প্রথম ওহী এই গুহাতেই অবতীর্ণ হয়, যা কিনা اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِیْ خَلَقَ ۚ থেকে مَا لَمْ یَعْلَمْ ؕ পর্যন্ত ৫ আয়াত। এই মুবারক গুহা মসজিদুল হারাম থেকে পশ্চিমের দিকে প্রায় ৩ মাইল দূরে অবস্থিত **"জাবালে হেরা"** (অর্থাৎ হেরা পর্বতে) অবস্থিত, এই মুবারক পাহাড়কে জাবালে নূরও বলা হয়। **"হেরা গুহা"** ছুর গুহা থেকে উত্তম, কেননা ছুর গুহায় তিনদিন পর্যন্ত **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কদম চুম্বন করেছে আর হেরা গুহার **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক সহচর্যে অধিক সময় থাকার সৌভাগ্য নসীব হয়। **(আশিকানে রাসূলের ১৩০টি ঘটনা, ১৮৬-১৮৭ পৃষ্ঠা)**

(১৩) মক্কায়ে পাকের একটি বিশেষত্ব হলো যে, এখানে প্রত্যেক ঋতু ফল পাওয়া যায়।

(১৪) ও (১৫) মেরাজুন্নবী এবং চাঁদ দিখন্ডিত হওয়ার মুজিযাদ্বয় এই শহরেই সংগঠিত হয়।

চাঁদ দু'টুকরো হয়ে গেলো

মক্কার কাফেররা **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট মুজিযা চাইতে লাগলো তখন **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم চাঁদকে দুই টুকরো করে দেখালেন, এক টুকরো **"জাবালে আবু কুবাইস"** এ দেখা গেলো এবং অপর টুকরো **"জাবালে কুয়াইকিয়ান"** এ দেখা গেলো। এভাবে চাঁদকে দুই টুকরো করে **হুযুরে আনওয়ার**

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মক্কায়ে পাকের অমুসলিমদের দেখালেন এবং ইরশাদ করলেন: তোমরা স্বাক্ষী হয়ে যাও। (তাফসীরে জালালাঈন, ৪৪০ পৃষ্ঠা, ২৭ পারা, আল কৃমর, ১ম আয়াতের পাদটিকা)

(১৬) পৃথিবীর প্রথম পাহাড় **জাবালে আবু কুবাইস** এখানেই অবস্থিত।

জাবালে আবু কুবাইস

জাবালে আবু কুবাইস পৃথিবীর প্রথম পাহাড়, যা মসজিদুল হারামে বাইরে সাফা ও মারওয়ার নিকটে অবস্থিত। এই পাহাড়ে দোয়া কবুল হয়ে থাকে, মক্কাবাসীরা খড়ার সময় এই পাহাড়ে এসে দোয়া করতো।

হাদীসে পাকে রয়েছে: হাজরে আসওয়াদ জান্নাত থেকে এখানেই অবর্তীণ হয়েছিলো। (আত তারগিব ওয়াত তারহীব, ২/৯৪, হাদীস নং-১৭৮৬) এই পাহাড়কে **"আল আমীন"**ও বলা হয়ে থাকে। **"তুফানে নূহ"** এর সময় হাজরে আসওয়াদ এই পাহাড়ে নিরাপত্তার সহিত তাশরীফ নিয়ে ছিলো। এক বর্ণনা অনুযায়ী, কাবাঘর নির্মাণের সময় এই পাহাড় হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام কে ডাক দিয়ে আরয করলো: "হাজরে আসওয়াদ এখানে।" (বালাদুল আমীন, ২০৪ পৃষ্ঠা)

বর্ণিত আছে: **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই পাহাড়ে তাশরীফ নিয়ে চাঁদকে দুই টুকরো করেছিলেন। যেহেতু মক্কায়ে মুকাররমা পাহাড়ের মাঝে ঘিরে আছে সেহেতু এর উপর থেকে চাঁদ দেখা যেতো। প্রথম (২য় এবং ৩য়) রাতের চাঁদকে হেলাল বলা হয় সুতরাং এই স্থানে স্মৃতি হিসেবে **"মসজিদে হেলাল"** নির্মাণ করা হয়েছে। অনেকে একে **"মসজিদে বেলাল"**ও বলে।

(আশিকানে রাসূলের ১৩০টি ঘটনা, ১৮৪ পৃষ্ঠা)

(১৭) **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এখানেই নিজের প্রকাশ্য জীবনের ৫৩ বছর অতিবাহিত করেছেন।

(১৮) হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মাহদী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর পরিচিতি মক্কা শরীফেই হবে। (আশিকানে রাসূলের ১৩০টি ঘটনা, ১৫৫ পৃষ্ঠা)

১২টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি হলো "ছুটির দিনের ইতিকাফ"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মক্কা মদীনায় উপস্থিতির সত্যিকার আগ্রহ পেতে এবং অন্তরে রাসূলের প্রেম বৃদ্ধি করার জন্য আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন

দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাওয়া একটি অনন্য উপায়। সুতরাং এই মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং ১২টি মাদানী কাজে সময় দেয়ার অভ্যাস গড়ুন। ১২টি মাদানী কাজের মধ্যে সাপ্তাহিক একটি কাজ হলো **"ছুটির দিনের ইতিকাফ"**। ছুটির দিন শহরের দূর্বল এলাকা এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামে গিয়ে সেখানকার মসজিদকে আবাদ করার পাশাপাশি আশিকানে রাসূলকে নেকীর দাওয়াত দিয়ে ইলমে দ্বীন শিখা ও শেখানো উৎসাহ প্রদান করা হয়। ✲ اَلْحَمْدُ لِلّٰه **ছুটির দিনের ইতিকাফে** ইসলামী ভাইদের সুন্নাত ও আদব এবং মাদানী দরস ইত্যাদি শেখানোর অত্যন্ত উপকারী একটি মাধ্যম। ✲ **ছুটির দিনের ইতিকাফে**র বরকতে মসজিদ আবাদ হয়। ✲ **ছুটির দিনের ইতিকাফে**র বরকতে মসজিদে অতিবাহিত করা প্রতিটি মুহুর্ত ইবাদত হিসেবে গণ্য হয়। ✲ **ছুটির দিনের ইতিকাফে**র বরকতে মসজিদের প্রতি ভালবাসা পোষণ করা এবং তাতে অত্যধিক সময় অতিবাহিত করার ফযীলত অর্জিত হয়।

নেকীর প্রতি স্থায়ীত্ব পেতে উত্তম সহচর্য অনেক জরুরী, অন্যথায় অনেক সময় মানুষ নেকীর ফযীলত পাঠ করে বা শুনে নিজের মানসিকতা তো বানিয়ে নেয় যে, এবার আমি **আল্লাহ পাকে**র অবাধ্যতা করবো না, ব্যাস এবার নেকীর সাথে মন লাগাবো কিন্তু মন্দ সহচর্য বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়, যা নেকীতে অটল থাকাতে প্রতিবন্ধক হয়। অনেক সময় না করার কাজে মানুষের সময় নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি অনেক নেকী থেকেও বঞ্চিত করে দেয় এবং উত্তম সহচর্য মানুষকে নেককার বানায় এবং গুনাহ থেকে পিছু ছাড়ায়।

আসুন! উৎসাহ গ্রহনার্থে উত্তম সহচর্যের একটি মাদানী বাহার শ্রবণ করি।

উদাসিনতার ঘুম থেকে জাগ্রত

খাড়িড় শরীফ (কাশ্মির) এলাকা পুল মান্ডার এক ইসলামী ভাই **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে আমলহীন জীবন অতিবাহিত করছিলো। নামায রোযার ব্যাপারে অলসতা করা এবং অসৎচরিত্র প্রদর্শন করা তার অভ্যাস ছিলো। না **আল্লাহ পাকে**র হকের প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ ছিলো, না ছিলো বান্দার হকের ব্যাপারে কোন খেয়াল। এক ইসলামী ভাই তাকে সাপ্তাহিক সুন্নাতে

ভরা ইজতিমার দাওয়াত দিতো কিন্তু সে গড়িমসি করতো এবং এভাবে প্রায় ১০ বছর অতিবাহিত হয়ে গেলো। একবার তারই এক বন্ধু তাকে সাপ্তাহিক ইজতিমার খুবই সুন্দরভাবে দাওয়াত দিলে তার মনে অংশগ্রহন করার আগ্রহ সৃষ্টি হলো এবং পরবর্তি সপ্তাহেই তার সাথে ইজতিমায় গেলো। ইজতিমায় অনেক প্রশান্তি অনুভব করলো। সুন্নাতে ভরা বয়ান এবং ভাব গাম্ভির্যপূর্ণ দোয়া তার অন্তরে গভীর প্রভাব বিস্তার করলো, অতঃপর সে নিয়মিত অংশগ্রহন করতে লাগলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه তার মুখে সুন্নাত অনুযায়ী এক মুষ্টি দাঁড়ি ঝলমল করতে লাগলো। সম্মিলিত ইতিকাফের বরকত অর্জনের সুযোগ হয় এবং সেও সুন্নাতের অনুযারী হয়ে গেলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মক্কা শরীফে উপস্থিতির আগ্রহ নিজের মাঝে সৃষ্টি করার একটি মাধ্যম এটাও যে, আমরা বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن জীবনি অধ্যয়ন করুন, কেননা এই মনিষীরা মক্কা মদীনার ভূমির প্রতি সত্যিকার ভক্তি ও ভালবাসা পোষন করতেন, এই স্থান সমূহের প্রতি তাঁদের ভালবাসার অনুমান এই বিষয়টি দ্বারা করুন যে, অনেক বুযুর্গদের অভ্যাস ছিলো যে, তাঁরা অন্য কোন দেশে অবস্থান করার পরও মক্কায়ে পাকের ফয়য ও বরকত অর্জনের জন্য জীবনের অধিকাংশ সময় **মাহবুবের শহরে**র সুবাসিত পরিবেশে নিশ্বাস নিয়ে অতিবাহিত করতেন এবং প্রতি বছর নিয়মিত বাইতুল্লাহ শরীফের হজ্বে সৌভাগ্য দ্বারাও ধন্য হতেন। **আল্লাহ তায়ালা** এই সকল **আল্লাহ** ওয়ালাদের সদকায় আমাদেরও মক্কা ও মদীনার যিয়ারতের নেয়ামত নসীব করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হজ্ব ও ওমরা মজলিশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মক্কা মদীনার সত্যিকার ভালবাসার সূধা পান করার জন্য আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং দ্বীনে মতীনের বার্তাকে প্রসার করার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**কে সঙ্গ দিন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে**

ইসলামী ১০৭টিরও অধিক বিভাগে নেকীর দাওয়াত প্রসারে ব্যস্ত, এই বিভাগগুলোর মধ্যে একটি বিভাগ হলো **"হজ্ব ও ওমরা মজলিশ"**। যা হজ্ব ও ওমরায় গমনকারী ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনদের প্রশিক্ষণ করানো, তাদের বারগাহে **ইলাহী** ও বারগাহে **মুস্তফা**র আদব এবং প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়িল শেখানোর জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই মজলিশে অর্ন্তভূক্ত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মুবাল্লিগ ইসলামী ভাইয়েরা প্রতি বছর হজ্বের মৌসুমি বসন্তে হজ্ব ক্যাম্পে গিয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন, আর মুবাল্লিগা ইসলামী বোনেরা মহিলা হাজীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه এই মজলিশের অধীনে হজ্ব ও যিয়ারতে মদীনার জন্য মক্কা মদীনা গমনকারীদেরকে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর লিখিত কিতাব **"রফিকুল হারামাঈন"** এবং **"রফিকুল মু'তামিরিন"** উপহার স্বরূপ দেয়া হয়, যেন **আল্লাহ তাআলা**র ঘরের মেহমান এবং **হাবীবে খোদা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আশিকগণ এই ইবাদতকে সহজ ভাবে আদায় করতে সফল হয়ে যায়। **আল্লাহ পাক "হজ্ব ও ওমরা মজলিশ"**কে উত্তরোত্তর সাফল্য দান করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সফরের সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা **"আবু জাহেলে মৃত্যু"** এর ২১ পৃষ্ঠা থেকে সফর করার সুন্নাত ও আদব শুনার সৌভাগ্য অর্জন করি। ✻ সফরে বের হওয়ার উত্তম দিন হলো সোমবার, বৃহস্পতিবার এবং শনিবার। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৩/৪০০) ✻ **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা যোবইর বিন মুতইম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে সফরে আপন সঙ্গীদের চেয়ে বেশি আনন্দে থাকার জন্য সফরে যাওয়ার পূর্বে নিম্মোক্ত অযিফা পড়ার জন্য শিক্ষা দিয়েছেন: (১) সূরা কাফেরুন (২) সূরা নসর, (৩) সূরা ইখলাস, (৪) সূরা ফালাক, (৫) সূরা নাস। প্রত্যেক সূরা একবার করে এবং প্রতিটির শুরুতে بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم এবং সবার শেষেও একবার بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم পড়ে নিন, (এভাবে সূরা পাঁচটি হবে এবং بِسْمِ الله শরীফ ছয়বার হবে) হযরত সায়্যিদুনা যোবাইর বিন মুতইম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ

বলেন: আমি সম্পদশালী ছিলাম, কিন্তু যখন সফরে বের হতাম (সব সঙ্গীদের চেয়ে) অবস্থা করুণ হয়ে যেতো, যখন থেকে উপরোক্ত সূরা সমূহ সফরে বের হওয়ার পূর্বে সর্বদা পড়া শুরু করলাম, এগুলোর বরকতে ফিরে আসা পর্যন্ত ভালো অবস্থায় এবং সম্পদশালী থাকতাম। (আবু ইয়ালা, ৬/২৬৫, হাদীস নং-৭৩৬২)

ঘোষণা

সফর করার অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং সেই মাদানী ফুল সমূহ জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহন করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমাঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)**

(৩) রহমতের ৭০টি দরজাঃ

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াবঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযরে আনওয়ার** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াতঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীসঃ ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলোঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ তায়ালা** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ তায়ালা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)